গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ২৪ - ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবি

এস ইউ সি আই (সি)-র

ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একের পর এক কৃষক আত্মহত্যা করছেন। অবিলম্বে ফসলের ক্ষতিপূরণ সহ কৃষকদের সমস্যাগুলি সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বলেন ঃ

দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের জয় হলেও এ রাজ্যে কৃষক মৃত্যু দিনের পর দিন বাড়ছে। ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। এর উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হওয়ার পর ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় কৃষকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি এই রাজ্যের অন্যতম শস্যভাণ্ডার বলে পরিচিত বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকেও এমন ঘটনা ঘটছে। পর পর ঝড় ও অকাল বৃষ্টিতে ফসলের প্রভূত ক্ষতি হওয়ার পর কৃষকরা ক্ষতিপূরণের দাবি করেছিলেন। কিন্তু তার ব্যবস্থা না করে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের অজুহাত দিয়ে সরকার দায়িত্ব অস্বীকার করছে। কৃষক আন্দোলনের জয়ের পর নিজেরা এই আন্দোলনে কিছু না করেও বিবৃতি দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা করেছে, অথচ তাদের কৃষক-বিরোধী নীতির জন্য একের পর এক চাষি আত্মহত্যা করছেন। পূর্বতন সরকারগুলির মতো সেই আত্মহত্যার ঘটনাকে তাঁরা স্বীকারও করছেন না।

আমরা রাজ্য সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবি করছি। ইতিমধ্যে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের পরিবারকে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

সর্বনাশা ৪টি শ্রমবিধি ও বিদ্যুৎ বিল'২১ বাতিলের দাবিতে

২৩ - ২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক শ্রমিক সংগঠনগুলির

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের বিজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে শ্রমিকদের উপরে ক্রমবর্ধমান আক্রমণ প্রতিহত করতে এআইইউটিইউসি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের ফেডারেশনগুলি ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শ্রমিক স্বার্থের আইনগুলি পাল্টে দিয়ে শ্রমিকদের এতদিনের অধিকারগুলি কেড়ে নিতে চলেছে। মালিক শ্রেণির স্বার্থে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে ইতিমধ্যেই ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে ৪টি শ্রম বিধি আনা হয়েছে। এই শ্রম বিধি কী? কেন তা আপত্তিজনক? কারণ শ্রম বিধির ফলে বেশিরভাগ শ্রমিক শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে। এর ফলে মালিকরা অবাধে শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারবে, লে-অফ, ক্লোজার, লক-আউট করে শ্রমিকদের পথে বসাতে পারবে। মালিকদের এই সব স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করার যে অধিকার শ্রমিকদের ছিল, এই শ্রম বিধির মাধ্যমে সেই ধর্মঘটের অধিকার অনেকটাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে শ্রমিকদের পিঠ আজ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। ব্যাপক জনগণকে যুক্ত করে সাধারণ ধর্মঘটের মতো প্রতিরোধ গড়ে না তুললে একে প্রতিহত করা কঠিন হবে। তাই এই বনধ অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে।

শ্রমিকদের সামনে একটা মারাত্মক বিপদ হল, ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট। এতে পূর্বের মতো স্থায়ী কাজ আর থাকছে না। স্থায়ী কাজ না থাকার বিপদ হল মজুরিও অনিশ্চিত। যে কোনও সময় ছাঁটাই করার, বেতন কমিয়ে দেওয়ার বিপদ থাকছে। এই যে মারাত্মক অর্থনৈতিক আক্রমণ দেশের শ্রমজীবী মানুষের উপর মোদি সরকার নামিয়ে আনছে, এর বিরুদ্ধেই এই বনধ।

এরই পাশাপাশি সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারিকরণের জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। সেই উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে কুখ্যাত 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন স্কিম'। এর মধ্য দিয়ে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদগুলি কর্পোরেট সংস্থাকে দেবে, তার বিনিময়ে তারা আগামী চার বছরে ৬ লক্ষ কোটি টাকা আয় করবে।

সরকার কী কী দেবে বেসরকারি সংস্থাকে? রেল, জাতীয় সড়ক, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহণ, তেল ও গ্যাসের

দুয়ের পাতায় দেখুন

বৃষ্টিতে চাষির সর্বনাশ

আত্মহত্যা মানতে নারাজ সরকার

সাম্প্রতিক নিম্নচাপের বৃষ্টিতে রাজ্যের আলু চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় আলু খেত জলের তলায় চলে যাওয়ায় শুধু আলু নয়, ধানেরও বিরাট ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর সদর, কেশপুর ব্লকে আলু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জেলার কালনা, রায়না, মেমারি, জামালপুর, গলসি, ভাতার, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, খণ্ডঘোষ, আউশগ্রাম সর্বত্রই চাষির হাহাকার। হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর সহ দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় সব জেলাই ক্ষতিগ্রস্ত। ঋণ করে চাষ করতে হয়েছে। অত্যধিক চড়া দামে বীজ-সার-কীটনাশক কিনে, অগ্নিমূল্যে ডিজেল বিদ্যুৎ কিনে চাষ করে চাষিরা একেবারে সর্বস্বান্ত। আশা ছিল, আলু বেচে ঋণ শোধ করবে। সবই গেল জলের তলায়। বাঁচার পথ নেই বুঝতে পেরে ১৭ ডিসেম্বর আত্মহত্যা করেছেন কালনার বড়ধামাস গ্রামের চাষি মানিক শেখ (৪৩)। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ১৮ ডিসেম্বর রায়নার দেবীপুর গ্রামের চাষি জয়দেব ঘোষের (৪৮) ঝুলন্ত দেহ মেলে বাড়িতে। সেখান থেকে ১৫

দুয়ের পাতায় দেখুন

মেদিনীপুর শহরে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ। ১৫ ডিসেম্বর

সিপিএমের কায়দাতেই ভোট করল তৃণমূল

কলকাতা পৌরসভা নির্বাচন সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী ১৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, 'কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনকে কোনও মতেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যাবে না। অতীতে যে কায়দায় সিপিএম ভোট করে ক্ষমতা দখল করত, সেই একই কায়দায় চাপা সন্ত্রাসের মধ্যে এবারের কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে ভোট করল তৃণমূল কংগ্রেস।

দুয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকদের প্রতি

প্রিয় পাঠক ও গ্রাহক বন্ধুরা,

মেহনতি মানুষের মুখপত্র 'গণদাবী' গত সাত দশকের বেশি সময় ধরে এ দেশের মাটিতে বিপ্লবী গণআন্দোলনের বার্তা বহন করে চলেছে।

আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই পত্রিকা পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক হতে পেরেছে। সম্প্রতি কাগজ, ছাপা এবং আনুষঙ্গিক খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় আর দু' টাকায় এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। আপনাদের মতামতের ভিত্তিতেই ৭৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা থেকে গণদাবীর দাম তিন টাকা করা হচ্ছে। আশা করি পূর্বের মতোই আপনাদের সহযোগিতা পাব। ধন্যবাদান্তে

ম্যানেজার, গণদাবী

২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট

একের পাতার পর

পাইপলাইন, ২৫টি বিমানবন্দর, জাহাজবন্দর, স্টেডিয়াম সহ আরও বহু সম্পদ রয়েছে এই তালিকায়। এগুলি দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে উঠেছে। বিজেপি সরকার জলের দরে এগুলি বেসরকারি মালিককে বেচে দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে টোল আদায় ও দেখাশোনার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফল হবে জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলের জন্য বেশি ট্যাক্স দিতে হবে। রেলের ৪০০টি স্টেশন, ৯০টি দূরপাল্লার ট্রেন, দার্জিলিং সহ পাঁচটি টয় ট্রেন, ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর, কোঙ্কন রেলওয়ে কলোনি ও রেলের স্টেডিয়াম বেসরকারি সংস্থা ব্যবহার করে মুনাফা তুলবে। হাওড়া সহ ১২টি ক্লাস্টারের ১০৯ জোড়া ট্রেন চালাবে বেসরকারি সংস্থা। তারা জনগণকে পরিষেবা দিতে আসবে না, সর্বোচ্চ মুনাফা করবে। সেজন্য সর্বোচ্চ পরিমাণে মাশুল দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। এর বিরুদ্ধেই ধর্মঘট।

মানিটারি পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে নতুন করে যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ মালিকদের হাতে যাচ্ছে সেগুলিতে অতি দ্রুত ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিষেবা ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটবে। ট্রেন, মেট্রোর ভাড়া বাড়বে, সড়ক পরিবহণের ব্যয় বাড়বে, তেল-বিদ্যুতের দাম বাড়বে, ফোনের খরচ সহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে ব্যয় করতে হবে আগের থেকে অনেক বেশি। মূল্যবৃদ্ধি আরও ব্যাপক আকার নেবে। চাকরির ক্ষেত্রে ছাঁটাই আরও তীব্র হবে। বিজেপি নেতাদের এই প্রকল্প পুঁজিপতি-কর্পোরেটদের বিপুল মুনাফা এনে দিলেও সাধারণ মানুষের জীবনে চরম সর্বনাশ নামিয়ে আনবে। সমাজের একটা বড় অংশ এই সব পরিষেবা থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে।

উদারিকরণের নামে বেসরকারিকরণ কংগ্রেসের নরসীমা রাও সরকারের সময়েই শুরু হয়। এই উদারিকরণ যে শুধুমাত্র বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্যই উদার এবং জনগণের জন্য চরম সর্বনাশা, তা উদারিকরণ শুরুর তিন দশক পর আজ দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। স্বাধীনতার প্রথম চার দশকে সাধারণ মানুষের ছিটে-ফোঁটা যতটুকু জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছিল, গত তিন দশকের উদারিকরণের ধাক্কায় তা কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য বেড়েছে রকেট গতিতে। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পদের পরিমাণ আকাশ ছুঁয়েছে, সাধারণ মানুষ দারিদ্রের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। দেশের এক শতাংশ পুঁজিপতি আজ দেশের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশের মালিক। ২০২০-র তথ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষুধা সূচকের নিরিখে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪। অথচ বিগত তিন দশকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অংশ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির সুফল ১ শতাংশ একচেটিয়া পুঁজির মালিকরাই লুঠ করছে। ৯৯ ভাগ সাধারণ দেশবাসী বঞ্চিত হয়ে চলেছে। তাদেরই শোষণ করে, লুঠ করে পুঁজিপতিদের ভাণ্ডারে জমা হয়েছে সব সম্পদ। আর সরকার এই শোষণের কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করছে। যতই বলা হোক 'রাষ্ট্র সবার', বাস্তবে তা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। বাস্তবে এটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করাই যার কাজ এবং সরকারের চরিত্রও পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজারের।

যতদিন যাচ্ছে, শাসক দলগুলির জনবিরোধী চরিত্র প্রকট হচ্ছে। এদের জনবিরোধী ভূমিকার জন্যই মালিকরা সংগঠিত শিল্প জুট, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কয়লা, ইস্পাত সহ সর্বক্ষেত্রে কাজের বোঝা বাড়াচ্ছে ও সামাজিক সুরক্ষা ভেঙে দিতে পারছে। বিড়ি, নির্মাণ শ্রমিক, হকার, মৎসজীবী, মোটরভ্যান, টোটো চালক সহ সকল অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি চূড়ান্ত উপেক্ষিত এবং অনেকে বাঁচার মতো মজুরিও পান না। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল, পৌর স্বাস্থ্য কর্মী, প্রাণীবন্ধু সহ অন্যান্য স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই গুরুত্ব দিচ্ছে না। পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা দুর্বিসহ। অতিমারি মোকাবিলার অগ্রণী সৈনিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তা এবং বিমার সুবিধা নেই। অতি মুনাফার লক্ষ্যে সরকারি সহ সর্বক্ষেত্রে স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে।

বারবার কেড়ে নেওয়ার পর সামান্য হলেও দেশে যতটুকু শ্রম আইন আছে মালিকরা প্রতিদিন তা লঙ্ঘন করছে। কিন্তু সরকার মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প শ্রমিকদের জন্য যতটুকু ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যাতে শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন কালা কানুনগুলোকে আরও কঠোর করা হচ্ছে। বাস্তবে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকে শ্রমজীবী মানুষ এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে। এর বিরুদ্ধেই ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও স্বতন্ত্র জাতীয় ফেডারেশন সমূহের পক্ষ থেকে আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি '২২ দেশব্যাপী দু'দিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। দাবি আদায়ের জন্য লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।

এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস বলেন, শ্রমিক আন্দোলনকে বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেজন্যই আন্দোলনের হাতিয়ার শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে হবে কারখানায় কারখানায় এবং শ্রমিক বস্তিগুলিতে। অন্যান্য অংশের সাধারণ মানুষকেও এই আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের পার্টি কর্মী কমরেড রবীন্দ্রনাথ বেরা ৮ ডিসেম্বর রাতে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩। বেশ কয়েক বছর তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। যৌবনে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায়

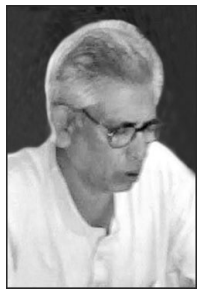

শিক্ষকতা করার সময় দলের কাজ শুরু করেন। শাসকদের রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে চাকরি ছেড়ে নিজ জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে চলে যান। থাকতেন খেজুরি থানার জাহানাবাদ গ্রামে। এখানে দলের কাজ পুনরায় শুরু করেন। এই সময় তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে দলের সাথে যুক্ত করার কাজে ভূমিকা নেন, যাঁরা আজ বড় দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৮০-র দশকের সূচনায় উত্তর ২৪ পরগণার বালতি হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে কটিয়াহাট হাইস্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর নেন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলনে ওই জেলায় নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক অগ্রণী সৈনিক হিসেবে ক্ষুদিরাম জন্মশতবর্ষ, বিদ্যাসাগর মৃত্যু শতবর্ষ, শহিদ দীনেশ মজুমদার জন্মশতবর্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বসিরহাটে বিদ্যাসাগরের মূর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বসিরহাট ব্রিজ নির্মাণ আন্দোলনে তিনি ছাত্রদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বসিরহাট মহকুমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনের একজন পুরোধাকে হারাল।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ বেরা লাল সেলাম

বৃষ্টিতে চাষির সর্বনাশ

একের পাতার পর

কিমি দূরে বনতিয় গ্রামের কৃষক গণেশ নারায়ণ ঘোষ (৬৩) আত্মহত্যা করেন। আত্মঘাতী হয়েছেন চন্দ্রকোণার ধান্যঝাটি গ্রামের ঋণগ্রস্ত আলুচাষি ভোলানাথ গায়েন। কী করেছে সরকার? সরকার চাষিদের পক্ষে থাকলে এভাবে গভীর অনিশ্চয়তার কারণে আত্মহত্যা করতে হত না। সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটির পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রভঞ্জন জানা, প্রদীপ মল্লিক, তাপস মিশ্র, অসিত সরকাররা জানান, ২০১৯ সালে আলু ওঠার সময় অকাল বৃষ্টিতে আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ২০২১ সালে আলুর দাম না থাকার কারণে আলু চাষিরা যখন ধুঁকছিল তখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো এল এই অকাল বর্ষণ। জলের দরে ধান বিক্রি করে, মহাজনী ঋণ নিয়ে চাষ করে আলু চাষিরা আজ খাদের কিনারায়। তাঁরা ক্ষোভের সাথে বলেন, সরকার যদি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করত, তা হলে এভাবে চাষিদের অকাল মৃত্যু ঘটত না। কমিটির স্বপন মাজি, বঙ্কিম মুর্মু, বীরেন মাহাতোরা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে আলু চাষি ও ভাগচাষিদের সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে এমন বিপর্যয় ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

কী তাঁদের দাবি? তাঁরা বলেন, আমরা ৮ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক ও কৃষি আধিকারিককে ডেপুটেশন দিয়েছি, ৯ ডিসেম্বর দাবিপত্র পেশ করেছি চন্দ্রকোণা-২, মেদিনীপুর সদর, গড়বেতা-২ বিডিও-র কাছে।

১৫ ডিসেম্বর আলুচাষিদের ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে জেলাশাসককে পুনরায় দাবিপত্র দিয়েছি। আমাদের দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষি ও ভাগচাষিদের বিঘা প্রতি ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ধান, সবজি চাষিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের বিনামূল্যে বীজ-সার সরবরাহ করতে হবে, ব্যাঙ্ক ও সমবায় থেকে স্বল্প সুদে পুনরায় ঋণ দিতে হবে। রোধ করতে হবে সারের কালোবাজারি।

প্রশাসনের বক্তব্য কী? পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক বলেছেন, চাষি মৃত্যুর খবর আসেনি, খোঁজ নিচ্ছি। তবে রায়নার বিডিও বলেছেন, 'প্রাথমিক অনুসন্ধানে জেনেছি চাষের কারণে কেউ মারা যায়নি। অন্য কোনও কারণ রয়েছে।' রায়নার তৃণমূল বিধায়ক বলেছেন, 'চাষের কারণে কেউ আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে হয় না।' (আনন্দবাজার পত্রিকা-১৯.১২.২০২১)

জামানা বদল হলেও বক্তব্য একই। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলে চাষির মৃত্যু হলে সরকারিভাবে যে অজুহাত দেওয়া হত, তৃণমূল আমলে সেটাই চলছে। পারিবারিক বিবাদ, প্রণয়ঘটিত ব্যাপার এ সব বলে সিপিএম মন্ত্রীরা নেতারা সেদিন কৃষি সঙ্কট ও সরকারের দায়িত্বহীনতাকে আড়াল করত। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। এক একটা মৃত্যু এই সব দলের চরিত্র উদঘাটিত করে দিচ্ছে।

সিপিএমের কায়দাতেই ভোট

একের পাতার পর

এতদিন ভোটের প্রচারে যারা ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছিল, সেই দলগুলির আত্মসমর্পণের ফলে সারা কলকাতায় দাপিয়ে বেড়ালো শাসক দলের বাহিনী। প্রায় প্রতিরোধহীন ভোটে তৃণমূল যেখানে সামান্যতম বিরোধিতার আঁচ পেয়েছে, সেখানে ব্যাপক ফলস ভোট দিয়েছে। কোথাও-ই ভোটারদের পরিচয়পত্র দেখানোর প্রশ্ন ছিল না। পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে, জীবনের সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের ভোট নিয়ে কোনও উৎসাহ চোখে পড়েনি।

আমরা মনে করি, পৌরসভার দখলের দাবিদার যে দলই ক্ষমতায় আসুক, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে কেউই যে কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ নেবে না, জনগণ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তা জানেন। একমাত্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই জনজীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান হওয়া সম্ভব। তাই কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছি। এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য আমরা জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

ভ ই লেনিন

মানব মুক্তির দর্শন হিসাবে মার্কসবাদ জানতে ও বুঝতে দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে তার সহায়ক হিসাবেই আমরা কার্ল মার্কসের জীবন ও মার্কসবাদ সম্পর্কিত লেনিনের লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এবার প্রথম কিস্তি।

(১)

কার্ল মার্কস সম্পর্কে এ প্রবন্ধটি আমি লিখি (যতদূর মনে পড়ে) ১৯১৩ সালে গ্রানাৎ বিশ্বকোষের জন্যে। এখন এটি পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হল। প্রবন্ধের শেষে মার্কস সম্পর্কিত সাহিত্যের একটি বিশদ গ্রন্থপঞ্জি, তার অধিকাংশই বৈদেশিক ভাষায়। বর্তমান সংস্করণে তা বাদ দেওয়া হল। বিশ্বকোষের সম্পাদকেরা আবার তাঁদের দিক থেকে সেন্সরশিপের কারণে মার্কস বিষয়ে প্রবন্ধের শেষ দিকটা, অর্থাৎ যেখানে তাঁর বিপ্লবী কর্মকৌশলের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সে অংশটা ছাঁটাই করে দিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, সেই শেষটুকু আমি এখানে পুনরুদ্ধার করতে পারিনি। কেন না প্রথম খসড়াটা আমার কাগজপত্রের সঙ্গে ক্রাকোভ কিংবা সুইজারল্যান্ডের কোথাও থেকে গেছে। আমার শুধু এইটুকু মনে আছে যে, প্রবন্ধের শেষে আমি অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এঙ্গেলসের কাছে লেখা মার্কসের ১৬ এপ্রিল ১৮৫৬ সালের চিঠি থেকে একটা অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছিলাম। মার্কস তাতে বলেছিলেন, জার্মানিতে কৃষক সমরের দ্বিতীয় সংস্করণের মতো কোনও কিছু দিয়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সাহায্য করতে পারার সম্ভবনার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করবে। তা হলে চমৎকার হবে। ১৯০৫ সালে ও পরবর্তীকালে ঠিক এই কথাটিই আমাদের মেনশেভিকেরা বুঝে উঠতে পারেনি এবং অধুনা তারা সমাজতন্ত্রের প্রতি চড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বনের পথ ধরেছে।

— ভ ই লেনিন, মস্কো, ১৪ মে, ১৯১৮

নতুন ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৮১৮ সালের ৫ মে ত্রিয়ের শহরে (প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চলে) কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন আইনজীবী, ধর্মে ইহুদি। ১৮২৪ সালে তিনি প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারটি ছিল সচ্ছল ও সংস্কৃতিবান, কিন্তু বিপ্লবী নয়। ত্রিয়েরের জিমনাসিয়াম স্কুল থেকে পাশ করে মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও আইনশাস্ত্র পড়েন, কিন্তু বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস ও দর্শন। ১৮৪১ সালে পাঠ শেষ করে এপিকিউরাসের দর্শন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির থিসিস পেশ করেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মার্কস তখনও ছিলেন হেগেলপন্থী ভাববাদী। বার্লিনে তিনি 'বামপন্থী হেগেলবাদী' (ব্রুনো বাউয়ের প্রভৃতি) গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। হেগেলের দর্শন থেকে এঁরা নিরীশ্বরবাদী ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে অধ্যাপক হওয়ার ইচ্ছায় মার্কস বন শহরে যান। কিন্তু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, যা ১৮৩২ সালে ল্যুদভিগ ফয়েরবাখকে অধ্যাপক পদ থেকে বিতাড়িত করেছিল ও ১৮৩৬ সালে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দেয়নি— ১৮৪১ সালে বন-এ তরুণ অধ্যাপক ব্রুনো বাউয়েরকেও বক্তৃতা দিতে দেয়নি। এ-সব জানার পর মার্কস অধ্যাপকের পেশা গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই সময় জার্মানিতে বামপন্থী হেগেলবাদীদের মতবাদ অতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল। ১৮৩৬ সালের পর থেকে ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা শুরু করেন এবং আকৃষ্ট হন বস্তুবাদের দিকে, যা ১৮৪১ সালে তাঁর দর্শনের মধ্যে ('খ্রিস্ট ধর্মের সারমর্ম') প্রধান হয়ে ওঠে। ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভবিষ্যৎ দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্র'। ফয়েরবাখের এই সব রচনা সম্পর্কে এঙ্গেলস পরে লিখেছিলেন, এই বইগুলি কী ভাবে চিন্তার মুক্তি ঘটায়, পাঠকমাত্রেরই সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। 'আমরা সকলে' (অর্থাৎ মার্কস সমেত বামপন্থী হেগেলবাদীরা) 'তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলাম।' রাইন অঞ্চলের এমন কিছু র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া, বামপন্থী হেগেলবাদীদের সঙ্গে যাঁদের কিছু কিছু মিল ছিল, তাঁরা মিলে কলোন শহরে 'রাইনসে জাইতুং' নামে সরকারবিরোধী

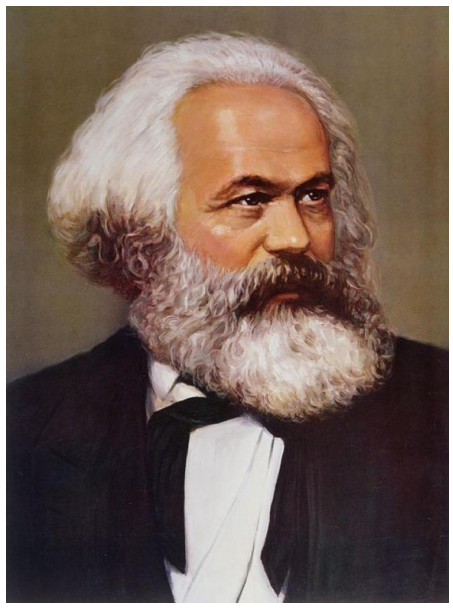

একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (প্রকাশ শুরু হয় ১৮৪২-এর ১ জানুয়ারি থেকে)। মার্কস ও ব্রুনো বাউয়েরকে পত্রিকাটির প্রধান লেখক হওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৪২ সালের অক্টোবরে মার্কস পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হন ও বন থেকে কলোনে চলে আসেন। মার্কসের সম্পাদনায় পত্রিকাটির বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং সরকার পত্রিকাটির উপরে প্রথমে দুই দফা ও তিন দফা সেন্সর ব্যবস্থা চাপায়, পরে ১৮৪৩-এর ১ এপ্রিল থেকে পত্রিকাটিকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিস্থিতিতে মার্কস পত্রিকাটির সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতেও পত্রিকাটি রক্ষা পেল না, ১৮৪৩ সালের মার্চ মাসে সেটি বন্ধ হয়ে গেল। রাইনসে জাইতুং পত্রিকায় মার্কসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছাড়াও মোজেল উপত্যকায় আঙুর-চাষিদের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন এঙ্গেলস। পত্রিকায় কাজ করতে গিয়ে মার্কস বুঝলেন রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নেই। তাই এই বিষয়ে তিনি সাগ্রহে পড়াশুনো শুরু করলেন।

১৮৪৩ সালে ক্রুয়েজনাখ শহরে মার্কস জেনি ফন ভেস্টফালেনকে বিবাহ করেন। জেনি তাঁর বাল্যবন্ধু, ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। মার্কসের স্ত্রী প্রুশিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত পরিবারের মেয়ে। প্রুশিয়ার সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল যুগ বলে যা পরিচিত, সেই ১৮৫০-১৮৫৮ সময়কালে জেনির দাদা ছিলেন প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। আর্নোল্ড রুগে (১৮০২-১৮৮০-তে যিনি একজন বামপন্থী হেগেলবাদী, ১৮২৪-১৮৩০-এ কারারুদ্ধ, ১৮৪৮-এর পর নির্বাসিত, ১৮৬৬-১৮৭০ সালের পর বিসমার্কপন্থী), তাঁর সঙ্গে একত্রে বিদেশ থেকে একটি র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা বার করার জন্য মার্কস ১৮৪৩ সালের শরৎকালে প্যারিসে পৌঁছান। 'ডয়েস ফ্রানজোসিসে জহরবুশারা' নামের এই পত্রিকাটির শুধু একটিই সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মানিতে পত্রিকাটির গোপনে প্রচারের অসুবিধা এবং রুগের সঙ্গে মতান্তরের ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় মার্কস যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে দেখা যায় যে, তিনি ইতিমধ্যেই এমন একজন বিপ্লবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি প্রচলিত সবকিছুর নির্মম সমালোচনা, বিশেষত 'অস্ত্রের সমালোচনা'র মধ্য দিয়ে জনগণ ও সর্বহারাদের কাছে আবেদন রাখছেন।

১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কয়েক দিনের জন্যে প্যারিসে আসেন এবং তখন থেকে মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। উভয়েই প্যারিসের তদানীন্তন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির টগবগে মতবাদিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ নেন। এঁদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রুধোঁর মতবাদ, ১৮৪৭ সালে মার্কস তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র' গ্রন্থে প্রুধোঁর মতবাদকে ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত নানাবিধ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে বৈপ্লবিক প্রলেতারিয় সমাজতন্ত্র অর্থাৎ কমিউনিজমের (মার্কসবাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন। প্রুশিয়ান সরকারের দাবিতে ১৮৪৫ সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। অতঃপর ব্রাসেলসে আসেন মার্কস। ১৮৪৭ সালের বসন্তে তিনি ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট লিগ' নামে একটি গুপ্ত প্রচার সমিতিতে যোগ দেন। লিগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (লন্ডন, ১৮৪৭ নভেম্বর) তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেস থেকে দায়িত্ব পেয়ে সুপ্রসিদ্ধ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' রচনা করেন। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। প্রতিভার দীপ্তি, স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতায় ভাস্বর এই রচনাটি এক নতুন বিশ্ববীক্ষার জন্ম দিয়েছে যা বস্তুবাদের অনুসারী। এই বিশ্ববীক্ষা প্রসারিত হয়েছে সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও। এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিকাশের সর্বাঙ্গীন ও সর্বদিক ব্যপ্ত মতবাদ 'ডায়লেকটিকস'। এসেছে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হলে মার্কস বেলজিয়াম থেকে নির্বাসিত হন। আবার তিনি প্যারিসে চলে আসেন এবং মার্চ বিপ্লবের পর ফিরে আসেন জার্মানির কলোন শহরেই। প্রকাশিত হয় 'নিউ রাইনসে জাইতুং' পত্রিকা, ১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে পর্যন্ত। মার্কস ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। মার্কসের নতুন তত্ত্ব চমৎকার ভাবে প্রমাণিত ১৮৪৮-১৮৪৯ এর বৈপ্লবিক ঘটনাস্রোতে। একই ভাবে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত প্রলেতারীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। জার্মানিতে প্রতিবিপ্লবের বিজয় ঘটলে প্রথমে মার্কসকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয় (১৮৪৯ এর ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন)। পরে তিনি জার্মানি থেকে নির্বাসিত হন (১৮৪৯ এর ১৬ মে)। প্রথমে প্যারিসে গেলেন মার্কস। ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের মিছিলের পর সেখান থেকেও পুনরায় নির্বাসিত হয়ে লন্ডনে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।

এই নির্বাসিত জীবন কত কঠিন ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায় মার্কস-এঙ্গেলসের মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া চিঠিপত্রে (১৯১৩-তে প্রকাশিত)। মার্কস ও তাঁর পরিবারের উপর দারিদ্রের গুরুভার একেবারে চেপে বসে। মার্কসের সাহায্যার্থে এঙ্গেলস নিজেকে উৎসর্গ করে না দিলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইখানি শেষ করা তো দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় জীবনরক্ষাই অসম্ভব হত।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিবিএসই প্রশ্নপত্রে নারীদের সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য

তীব্র প্রতিবাদ এআইএমএসএস-এর

'অতীতে স্ত্রীরা স্বামীদের মেনে চলত এবং সন্তান ও ভৃত্যরা শিখত কার স্থান কোথায়। এর বিপরীতে এখন নারী স্বাধীনতা সন্তানের উপর পিতার কর্তৃত্বকে ভেঙে দিয়েছে।' এমনই বক্তব্য ছাপা হয়েছে সিবিএসই দশম শ্রেণির ইংরেজি প্রশ্নপত্রে। এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড কেয়া দে এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি।

১৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, এই ধরনের চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে লিঙ্গ বিভেদ বাড়াবে এবং সমাজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদকে উস্কে দেবে। সিবিএসই কর্তাদের এই মন্তব্য নিছক ভুল নয়, তাদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে লালিত পুরুষতান্ত্রিকতারই প্রকাশ। সংঘ পরিবার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে এই মনোভাবেরই চাষ করছে। এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে তাঁরা দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে
শিলিগুড়িতে নাগরিক কনভেনশন

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৮ নভেম্বর শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রদর্শনী হলে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তারা রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, খনি, প্রতিরক্ষা, টেলিকমিউনিকেশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যাপক বেসরকারিকরণের তীব্র সমালোচনা করেন। কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়কে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তারা আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন গৌরীশংকর দাশ, নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী, রেল আন্দোলনের নেতা বিমলেন্দু চক্রবর্তী, বলাকা চ্যাটার্জি, হিমাদ্রিশ তালুকদার প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন রীতা ঠাকুর। গোপালকৃষ্ণ সাহাকে সভাপতি, অরূপ রতন রায় ও দীপ্তি রায়কে যুগ্ম সম্পাদক ও প্রণব সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪২ জনের নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ তৈরি হয়।

যৌন হেনস্থা ঃ দাসনগর থানায় বিক্ষোভ

১২ ডিসেম্বর হাওড়ার দাসনগরের শিয়ালডাঙ্গা চাষির মাঠে এক কলেজ ছাত্রীর যৌন হেনস্থা, জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং থানা এলাকায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৪ ডিসেম্বর এসইউসিআই (সি) হাওড়া টাউন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্রীরূপ দাসের নেতৃত্বে দাসনগর থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। কমরেড মিতা হোড়ের নেতৃত্বে কমরেড কার্তিক শীল ও শিপ্রা চক্রবর্তীর এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন। উল্লেখ্য, দাসনগর থানা এলাকায় মদ, জুয়া, সাট্টার রমরমা এবং ব্যবসায়ীদের থেকে তোলা আদায় সহ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ক্রমাগত বাড়ছে। গত ২৪ নভেম্বর এই এলাকায় একদল দুষ্কৃতী এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল।

পরপর দুটি ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং এলাকাবাসী তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। থানায় বিক্ষোভ চলাকালীন বহু মানুষ এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছেন।

প্রাথমিক স্কুল খোলার দাবিতে
বিপিটিএ-র ডেপুটেশন

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নদীয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার ডি আই-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবিলম্বে বিদ্যালয় খুলে পঠন-পাঠন চালু করতে হবে— সমিতির এই দাবির সঙ্গে ডি আই সহমত পোষণ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি মোসাব্বর হোসেন ও জেলা সভাপতি মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী, জেলা সম্পাদিকা শিখা আচার্য ও শিক্ষিকা সবিতা ধর। পরে কৃষ্ণনগর সদর মোড়ে একটি পথসভা করা হয়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
সেভ এডুকেশন কমিটির প্রতিবাদ

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। তিনি ১১ ডিসেম্বর উপাচার্যকে দেওয়া এক প্রতিবাদপত্রে বলেন, 'যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তি মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও চিন্তার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তা কোনওভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বজনীন শিক্ষার নীতি বিরোধী আরএসএস ও বিজেপির মস্তিষ্ক প্রসূত গৈরিক জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর করার কেন্দ্র হতে পারে না। এটা তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রতি অবমাননা।' বর্তমান উপাচার্য কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকেই বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যকে সমস্ত দিক দিয়ে কালিমালিপ্ত করার যে চেষ্টা করে চলছেন তিনি তারও বিরোধিতা করেছেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত স্মরণে পদযাত্রা

নারী জাগৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিন। তাঁর স্মরণে এ দিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে পদযাত্রা করে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি। সমিতির কার্যালয়ে গান, আবৃত্তি ও রোকেয়ার জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্যের সাতটি জেলায় ও মুর্শিদাবাদের ৮টি ব্লকে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে সমিতি।

বিধাননগরে শিক্ষা কনভেনশন

শিক্ষার প্রাণসত্তা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে ১১ ডিসেম্বর শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় বিধাননগরের অন্য থিয়েটার হলে। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন চেন্নাই আইআইটি-র প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ শান্তনু রায়। কনভেনশনে উপস্থিত অভিভাবক, শিক্ষক এবং প্রবীণ নাগরিকরা জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির কলকাতা জেলা সভাপতি অধ্যাপক তরুণ দাস।

ডঃ শান্তনু রায় এবং উমা পণ্ডাকে যুগ্ম সম্পাদক এবং অধ্যাপিকা নবনীতা বসু হককে সভাপতি করে ১৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে রায়দিঘিতে বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘিতে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং হকার্স কর্নার স্থাপনের দাবিতে ১৩ ডিসেম্বর মিছিল করে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত হকার্স ইউনিয়ন। রায়দিঘি কাছারি মোড় থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ এবং সম্পাদক কমরেড বিশ্বনাথ সরদার। কমরেড শান্তি ঘোষ বলেন, আইন ২০১৪ অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকে আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটকে রায়দিঘি হকার্স ইউনিয়ন সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

কমরেড বিশ্বনাথ সরদার হকার্স কর্নারের দাবিতে এবং বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সকল হকার ভাইদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। প্রায় শতাধিক হকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মিছিলে প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তা পরিক্রমা করেন।

দিল্লি সরকারের মদ নীতির বিরুদ্ধে
যন্তরমন্তরে মহিলা সম্মেলন

দিল্লিতে এমন কিছু এলাকা ছিল যেখানে মদের দোকান ছিল না, সেখানে ৮৫০টি মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেজরিওয়াল সরকার। মদ্যপানের বয়সও ২৫ থেকে কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছে।

দিল্লির আম আদমি সরকারের নতুন মদ নীতির বিরুদ্ধে ও সম্পূর্ণ মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে ১৬ ডিসেম্বর এআইএমএসএস-এর দিল্লি শাখার উদ্যোগে যন্তর মন্তরে অনুষ্ঠিত হল মহিলা সম্মেলন। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত মহিলা এই আবগারি নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছেন তাঁরাও এসেছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যোগেন্দ্র যাদব, অধ্যাপক অপূর্বানন্দ, বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী গৌহর রাজা, অধ্যাপিকা নন্দিতা নারায়ণ, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সীতা সিং, সহ সভাপতি পুষ্পা চামেলি এবং সম্পাদক রিতু কৌশিক (ছবি)। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতি সারদা দীক্ষিত।

বক্তারা বলেন, নিজেদের 'আম আদমি'র সরকার প্রচার করা কেজরিওয়াল সরকার প্রমাণ করল রাজস্বের স্বার্থে জনগণকে মদের নেশায় ডুবিয়ে রাখতে তারা প্রস্তুত।

মদ্যপান ও মাদক সেবনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব পড়ছে নারীদের ওপর। দেশে নারী ও মেয়েদের প্রতি অপরাধ ক্রমাগত বাড়ছে, গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনাও বাড়ছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অপরাধীরা ধর্ষণ ও হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ করছে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের কারণে পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তিরা মদ কেনার জন্য গৃহস্থালির জিনিসপত্রও বিক্রি করে দিচ্ছে। বাড়ি থেকে টাকা না পেলে তারা মহিলাদের মারধর করতে শুরু করে। এভাবে নারীরা দ্বৈত হিংসার শিকার হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, নারী ও মেয়েদের প্রতি ক্রমবর্ধমান অপরাধের কারণে সমাজ চারদিক থেকে সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথ সংকুচিত হয়ে আসছে। চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না গরিব মানুষেরা। এই অবস্থায় জনগণকে কর্মসংস্থান, রেশন ও শিক্ষার সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, অথচ সরকার মদ দিচ্ছে। কারণ সরকার চায় না ছাত্র, যুবকরা দেশের এসব সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করুক। সরকার তরুণদের মদের নেশায় ডুবিয়ে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ধ্বংস করতে চায়, যাতে তারা তাদের সমস্যা নিয়ে সরকারকে প্রশ্ন করতে না পারে। বক্তারা শুধু দিল্লিবাসীকে নয়, সমগ্র দেশের জনগণকে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

বিপিসিএল বেসরকারিকরণের
প্রতিবাদে কেরালায় ধরনা

কেরালার কোচিতে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগারটি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ও শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি।

১৫ ডিসেম্বর শোধনাগারটির সামনে সারাদিন ধরে ধরনা-বিক্ষোভ হয়। এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জেইশন যোশেফ বলেন, দিল্লির কৃষক আন্দোলনের মডেলে আন্দোলন গড়ে তুলে একে রুখতে হবে। তিনি আরও বলেন, এই শোধনাগারটির জন্য রাজ্য সরকার জমি দিয়েছিল। এর বেসরকারিকরণ রুখতে রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড টি কে সুধীর কুমার।

পানীয় জলও বেসরকারি কোম্পানির হাতে
মধ্যপ্রদেশে আন্দোলন এসইউসিআই (সি)-র

নাগরিকদের বিনামূল্যে পানীয় জলটুকু সরবরাহ করার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। ভোপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, জব্বলপুর শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে পিপিপি মডেলে বেসরকারি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেসরকারি কোম্পানি সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে বাড়ি বাড়ি জলের মিটার বসাবে এবং বিপুল মুনাফা করবে। খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষ এমনিতেই চাল, গম, ডাল, তেল, জ্বালানি সহ সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার। এর ওপর পানীয় জলটাও কিনে খেতে হলে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে।

ভারতের মতো বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্ণধাররা আজ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এমনকি পানীয় জলও একচেটিয়া মালিকদের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। ক্ষোভ বাড়ছে নাগরিকদের মধ্যে।

১৩ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই(সি) মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় কালেক্টর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কালেক্টরদের মাধ্যমে সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রবল বৃষ্টিতে ফসলের বিপুল বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে ওড়িশার বালিয়ান্তা ভূমিদপ্তরে কৃষকদের বিক্ষোভ। ১০ ডিসেম্বর

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের ১০০টি স্কুল
বেসরকারি হাতে দেওয়ার প্রতিবাদ

বিজেপি পরিচালিত ত্রিপুরা সরকার ১০০টি স্কুলকে বেসরকারি হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২ বছর আগেই। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব চাঁদনি চন্দ্রনের স্বাক্ষরিত একটি সার্কুলার তাতে সরকারিভাবে সিলমোহর দিল। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী শূন্য বা হাতে গোনা সেখানে বিদ্যালয়ের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষাদপ্তর। সরকারের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে কেন স্কুলে ছাত্র কমে গেল তার কারণ অনুসন্ধান না করে বেসরকারি হাতে দেওয়া কী উদ্দেশ্যে? গুণগত শিক্ষার প্রসারই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে সরকার নিজে করছে না কেন? আসলে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দিতেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে এআইডিএসও এবং সেভ এডুকেশন কমিটি।

কর্ণাটক বিধানসভায় কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা

কর্ণাটক বিধানসভায় কৃষক সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় প্রাক্তন স্পিকার ও মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা কে আর রমেশ কুমার মহিলাদের সম্পর্কে যে কুৎসিত মন্তব্য করেছেন এবং স্পিকার বিশ্বেশ্বর হেগড়ে হেসে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন, তার তীব্র নিন্দা করেছেন এস ইউ সি আই (সি) কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড কে উমা।

১৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা যে দৃঢ়মূল হয়ে আছে, এটা তারই প্রতিফলন। সমাজে যখন নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে তখন জনপ্রতিনিধিদের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও খারাপই করবে। এই ঘৃণ্য মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতার জন্য তিনি দেশের সর্বস্তরের সচেতন মানুষের কাছে আহ্বান জানান।

এ আই এম এস এস-এর তীব্র নিন্দা ঃ অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ১৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এই জনপ্রতিনিধি এবং স্পিকারের এই ন্যক্কারজনক আচরণ প্রমাণ করে যে নারীদের সম্পর্কে এঁরা কতটা অসংবেদনশীল এবং অশ্রদ্ধাশীল। এঁরাই নাকি জনপ্রতিনিধি! এঁদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। তাৎপর্যপূর্ণ যে এই ১৬ ডিসেম্বরেই দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ড ঘটেছিল।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস

তিনের পাতার পর

তা ছাড়া, পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের, সাধারণভাবে অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের মতবাদগুলির প্রাধান্য মার্কসকে নিরন্তর কঠিন সংগ্রামে বাধ্য করেছে এবং মাঝে মাঝে অতি ক্ষিপ্ত বন্য ব্যক্তিগত আক্রমণও প্রতিহত করতে হয়েছে তাঁকে। দেশান্তরীদের চক্রগুলি থেকে পৃথক থেকে মার্কস তাঁর একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় নিজের বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রধানত রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বিজ্ঞানটির ক্ষেত্রে মার্কস তাঁর 'রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১৮৫৯) এবং 'পুঁজি' (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৭) রচনা করে এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছেন।

১৮৫০-এর দশকের শেষে ও ষাটের দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের যুগ মার্কসকে আবার প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের মধ্যে টেনে নেয়। ১৮৬৪ সালে (২৮ সেপ্টেম্বর) লন্ডনে বিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিক বা আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ। তার প্রথম 'অভিভাষণ' এবং বহুবিধ প্রস্তাব, ঘোষণা ও ইশতেহার তাঁরই রচনা। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধরনের মার্কসপূর্ব অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের চিন্তাকে (মাতসিনি, প্রুধোঁ, বাকুনিন, ইংলন্ডের উদারনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থীদের দক্ষিণমুখী দোদুল্যমানতা ইত্যাদি) সংযুক্ত কার্যকলাপের পথে সরাসরি রুখে দাঁড়িয়ে এবং এই সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণির প্রলেতারিয় সংগ্রামের একটি সাধারণ রণকৌশল গড়ে তোলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামী, বিপ্লবীতত্ত্ববিদ মার্কস তাঁর 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' রচনায় (১৮৭১) প্যারি কমিউনের সুগভীর, অত্যন্ত কার্যকর এবং প্রতিভাদীপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। ১৮৭১-এ তার পতন ও বাকুনিনপন্থীদের দ্বারা প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির পর ইউরোপে আন্তর্জাতিকের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের (১৮৭২) পর মার্কস এর সাধারণ পরিষদকে নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অপরিসীম বৃদ্ধি নতুন যুগের সূচনা করে। বিশেষত সেই যুগটা ছিল শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা ও তার প্রসারবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এক একটি জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ব্যাপক জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি গড়ে তোলার যুগ। আন্তর্জাতিক তার কাছে নিজের স্থান ছেড়ে দেয়।

আন্তর্জাতিকের প্রয়োজনে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তত্ত্বগত বিষয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিশ্রমে মার্কসের স্বাস্থ্য চূড়ান্তরূপে ভেঙে গিয়েছিল। রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রকে ঢেলে সাজানো এবং পুঁজি বইখানিকে সম্পূর্ণ করার কাজ তিনি চালিয়ে যান, রাশি রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন ও একাধিক ভাষা (যথা রুশ) আয়ত্ত করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যে 'পুঁজি' সম্পূর্ণ করা তাঁর আর হয়ে উঠল না।

১৮৮১ সালের ২ ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ আরামকেদারায় বসে শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে মার্কসকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সমাধিস্থ করা হয়।

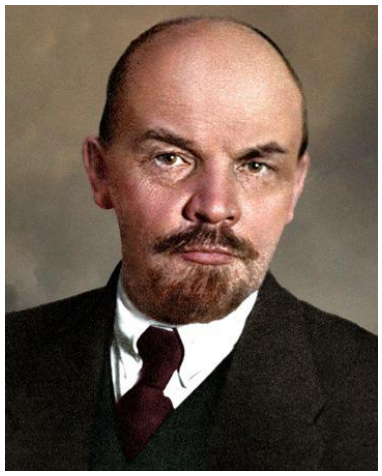

মার্কসের সন্তানদের মধ্যে কয়েক জন বাল্যাবস্থাতেই মারা যায় লন্ডনে, যখন চরম অভাবের মধ্যে পরিবারটি বাস করছিল। এলিওনর অ্যাভেলিং, ল্যরা লাফার্গ ও জেনি লোঙ্গে— মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে হয় ব্রিটিশ ও ফরাসি সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত্র ফরাসি সোস্যালিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

মার্কসের মতবাদ

মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির নিয়ম ও তাঁর শিক্ষাকে বলা হয় মার্কসবাদ। মার্কস হলেন সেই প্রতিভাধর, যিনি মানবজাতির তিনটি সবচেয়ে অগ্রসর দেশে উনিশ শতকে আবির্ভূত তিনটি প্রধান ভাবাদর্শের বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান ও তাদের পূর্ণতাসাধন করেন। এই তিনটি অবদান হল, জার্মান চিরায়ত দর্শন, ইংল্যান্ডের চিরায়ত অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসি সমাজতন্ত্র তথা সাধারণভাবে ফরাসি বিপ্লবী মতবাদ—মার্কসের মতবাদের সাধারণ দৃঢ়তা ও ধারণার অখণ্ডরূপ সঙ্গতিকে তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করেন। এই মতবাদ সামগ্রিক ভাবে আধুনিক বস্তুবাদ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণাকে গড়ে তোলে, যা পৃথিবীর সব সভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচিকে রূপদান করে। ঠিক এই জন্যেই মার্কসবাদের প্রধান বিষয়, অর্থাৎ মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ পরিব্যাখ্যানের আগে মার্কসের সাধারণ বিশ্ববোধ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ করা দরকার।

দার্শনিক বস্তুবাদ

১৮৪৪-১৮৪৫ সালে যখন কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি রূপ নিয়েছিল তখন থেকেই তিনি বস্তুবাদী, বিশেষ করে ফয়েরবাখের অনুগামী। এমনকি পরবর্তী কালেও মার্কস মনে করতেন, ফয়েরবাখের দুর্বলতার একমাত্র কারণ, তাঁর বস্তুবাদ যথেষ্ট সুসঙ্গত ও সর্বাঙ্গীণ ছিল না। মার্কস মনে করতেন ফয়েরবাখের বিশ্ব-ঐতিহাসিক, 'যুগান্তকারী' গুরুত্ব ঠিক এই যে, তিনি হেগেলের ভাববাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে ভেঙেছিলেন। তাঁর বস্তুবাদের ধারণার সঙ্গে ইতিপূর্বেই 'অষ্টাদশ শতব্দীতে, বিশেষ করে ফ্রান্সে 'সংগ্রাম বেধেছিল শুধু প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নয়, সেই সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের এবং ... সর্ববিধ অধিবিদ্যার (অর্থাৎ 'প্রকৃত দর্শনচিন্তার' বিপরীতে 'উন্মত্ত কল্পনার') সঙ্গেও' ('সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' পুস্তকের 'পবিত্র পরিবার'। 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস লিখেছিলেন: 'হেগেলের কাছে মনন প্রক্রিয়া হল বাস্তবের ডিমিয়ারগস (অর্থাৎ স্রষ্টা, নির্মাতা)। এই প্রক্রিয়াকে তিনি আইডিয়া আখ্যা দিয়ে একটি স্বাধীন কর্তায় পর্যন্ত পরিণত করেছিলেন। ... এর বিপরীতে আমার কাছে আইডিয়া হল, বস্তুর পরিবর্তিত রূপ, যা মানব মস্তিষ্কের মধ্যে যার রূপান্তর ঘটেছে' ('পুঁজি', খণ্ড ১, দ্বিতীয় সংস্করণের উত্তরনিবেদন)। মার্কসের এই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এবং তারই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থে লেখেন (বইখানির পাণ্ডুলিপি মার্কস পড়েছিলেন) : ... দর্শন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের দীর্ঘ যাত্রাপথে কষ্টার্জিত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত যে, বিশ্বজগতের বস্তুময়তাই তাকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। ... অস্তিত্ব আছে বলেই তা ঐক্যবদ্ধ এমনটা নয়। ... বস্তুর গতিই হল তার অস্তিত্বের রূপ (ফর্ম)। গতিবিহীন বস্তু অথবা বস্তুবিচ্ছিন্ন গতি কোথাও কখনও ছিল না, থাকতেও পারে না ... গতি ছাড়া বস্তু অথবা বস্তু ছাড়া গতির কথা চিন্তাও করা যায় না। যদি প্রশ্ন করা যায়, ... ভাবনা ও চেতনা কী জিনিস, বা কী ভাবে তারা এল, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, তা মানব মস্তিষ্কের সৃষ্টি আর খোদ মানুষও প্রকৃতির সৃষ্টি, একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে এবং তার সঙ্গেই তার বিকাশ ঘটছে। স্পষ্টত, মানব মস্তিষ্কের যে কোনও সৃষ্টি চূড়ান্ত বিবেচনায় প্রকৃতিরই সৃষ্টি হওয়ায় তা অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলির বিরোধী নয়, বরং তার অনুসারী।' আরও লিখেছেন, 'হেগেল ছিলেন ভাববাদী, অর্থাৎ তাঁর কাছে মাথায় যে চিন্তাগুলি আসছে তা বাস্তব বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলনের বিমূর্ত রূপ নয়। (প্রতিফলন, মাঝে মাঝে এঙ্গেলস 'ছাপ'ও লিখেছেন), পক্ষান্তরে, হেগেলের মতে বিশ্বজগৎ আবির্ভাবের পূর্বেই কোথায় যেন বিদ্যমান কোনও এক আইডিয়ার প্রতিচ্ছবিই হল বস্তু ও তার বিকাশ'। 'লুডভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে এঙ্গেলস ফয়েরবাখের দর্শন সম্পর্কে তাঁর ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন; হেগেল, ফয়েরবাখ ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিষয়ে ১৮৪৪-১৮৪৫ সালে তিনি ও মার্কস যা লিখেছিলেন, তার পুরনো পাণ্ডুলিপিটি আবার পড়ে দেখার পর তিনি এ রচনাটি ছাপতে দিয়েছিলেন, তাতে এঙ্গেলস লিখেছেন: 'সমস্ত দর্শনের, বিশেষ করে সাম্প্রতিক দর্শনের বিরাট বনিয়াদি প্রশ্ন হল বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে চিন্তার, প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন ... কোনটা কার আগে, প্রকৃতির আগে ভাব না ভাবের আগে প্রকৃতি ... এই প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুইটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। যাঁরা প্রকৃতির আগেই ভাবের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন এবং সেই কারণে শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও ভাবে মেনেছেন যে, কেউ একজন বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা হলেন ভাববাদী শিবির। আর যাঁরা প্রকৃতিকেই আদি বলে ধরেছেন, তাঁরা হলেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর বস্তুবাদী। এছাড়া অন্য কোনও অর্থে (দার্শনিক ক্ষেত্রে) ভাববাদ ও বস্তুবাদ কথাটির ব্যবহার শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে। মার্কস যে শুধু কোনও না কোনও রূপে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাববাদকেই চূড়ান্তরূপে বর্জন করেছেন তাই নয়, আমাদের সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে মতবাদগুলি, হিউম ও কান্টের সেই সব দৃষ্টিভঙ্গি, অজ্ঞেয়বাদ, সমালোচনাবাদ, বিভিন্ন ধরনের পজিটিভিস্ট মতবাদকেও তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে নাকচ করেছেন। এই ধরনের দর্শনকে করতেন ভাববাদের কাছে 'প্রতিক্রিয়াশীল' নতিস্বীকার, কিংবা বড় জোর জগতের সামনে বস্তুবাদকে অস্বীকার করে, পিছনের দরজা দিয়ে লজ্জিত মুখে তাকে মেনে নেওয়ার একটা ধরন মাত্র। এই প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বোক্ত রচনাবলি ছাড়াও ১৮৬৬ সালের ১২ ডিসেম্বরে এঙ্গেলসের কাছে লেখা মার্কসের একটি চিঠি দ্রষ্টব্য। তাতে সুবিদিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী টমাস হাক্সলির একটি উক্তির উল্লেখ করে মার্কস লিখেছেন, 'তাঁর সাম্প্রতিক কালে করা সব উক্তির চেয়ে বেশি বস্তুবাদী উক্তি', 'যতদূর আমরা প্রকৃত অর্থে পর্যবেক্ষণ করি ও চিন্তা করি, আমরা বস্তুবাদের থেকে সরে যেতে পারি না।' তাঁর এই স্বীকৃতির উল্লেখ করেও মার্কস তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, অজ্ঞেয়বাদ, হিউমবাদের জন্যে খিড়কির দরজাটা খুলে রেখে গেছেন। প্রয়োজনের (নেসেসিটি) সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য : প্রয়োজনের সঠিক উপলব্ধিই হল স্বাধীনতা। (ফ্রিডম ইজ রেকগনিশন অফ নেসেসিটি)। কিন্তু প্রয়োজনের উপলব্ধি সঠিক না হলে তা অন্ধ। এর অর্থ প্রকৃতিতে বাস্তব নিয়মের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং প্রয়োজনের দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনের মধ্যে স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া। 'সেকেলে' বস্তুবাদ তার মধ্যে ফয়েরবাখের বস্তুবাদেরও (এবং আরও বিশেষ করে ব্যুখনার, ফগ্‌ট ও মলেশতের 'অর্বাচীন' বস্তুবাদের) মৌলিক ত্রুটি মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে এই: (১) এ বস্তুবাদ 'প্রধানত যান্ত্রিক', রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের (পদার্থের বৈদ্যুতিক তত্ত্বের কথাটাও আজকের দিনে যোগ করা দরকার) হিসাব নেয়নি; (২) সেকেলে বস্তুবাদ অনৈতিহাসিক ও অদ্বান্দ্বিক (দ্বান্দ্বিকতাবিরোধী এই অর্থে অধিবিদ্যামূলক), বিকাশের দৃষ্টিকোণকে সুসঙ্গত ও সর্বাঙ্গীণভাবে অনুসরণ করেনি;(৩) মানব সারসত্তাকে' (বিশেষ সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক) সর্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্কের সমাহার' হিসেবে না দেখে দেখা হয়েছে বিমূর্তভাবে, সুতরাং শুধু, বিশ্বের 'ব্যাখ্যাই করা হয়েছে' যেখানে প্রশ্ন হল এ বিশ্বকে পরিবর্তন করা, অর্থাৎ বিপ্লবী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের' গুরুত্ব তারা বোঝেনি। (চলবে)

দেশটা কিন্তু ‘এগোচ্ছে’

দারিদ্র ও বৈষম্যের শীর্ষে ভারত

‘সব কা সাথ সব কা বিকাশ’ করার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই বিকাশের জন্যই নাকি তুমুল গতিতে আর্থিক সংস্কারের জয়রথ বিজেপি সরকার ছুটিয়ে চলেছে। কিন্তু কার বিকাশ হয়েছে? ‘সংস্কার’ করে কোন অন্যায় শুধরানোর ব্যবস্থাই বা করেছেন তাঁরা? সমীক্ষা দেখাচ্ছে, ‘বিকাশ’ আর ‘সংস্কারের’ ধাক্কায় দেশের সম্পদ ক্রমাগত গিয়ে জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের হাতে। স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলিতে যারা পুঁজি ঢালে সেই সব কোম্পানির মাথারা প্রধানমন্ত্রীর যে ভাবে স্তুতি গাইছেন তাতে আবারও তা প্রমাণ হল। ১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ওই সাক্ষাতে ধনকুবেররা বলেছেন, আর্থিক সংস্কারের দাক্ষিণ্যে তাঁরা দশ বছরে ৭০টি ইউনিকর্নের (স্টার্টআপ সংস্থা যাদের সম্পদ-মূল্য ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি) মালিক হয়েছেন। এমনকি এই অতিমারির সময়ে ২০২১-এ তাঁরা ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন।

অন্যদিকে তখনই দেখা যাচ্ছে ভারত ‘এগোচ্ছে’ ভয়াবহ দারিদ্র ও চরম বৈষম্যের দিকে। ২০২১-এর ‘ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি রিপোর্ট’ এই ভয়াবহ আর্থিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছে। রিপোর্ট বলছে, ভারতের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পুঁজিপতির সিন্দুকে রয়েছে ৫৭ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের সমপরিমাণ সম্পদ। নিচুতলার ৫০ শতাংশ মানুষকে দেশের মোট আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ নিয়েই দিন গুজরান করতে হচ্ছে। কংগ্রেস ও বিজেপির দীর্ঘ শাসনে ভারত ‘শ্রেষ্ঠ’ আসন পেয়েছে বৈষম্যে-দারিদ্রে। বিশ্ব ক্ষুধা তালিকায় বিশ্বের ১১৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৩। নারীদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরও প্রকট। জাতীয় আয়ে মহিলা শ্রমিক-কর্মীদের ভাগ মাত্র ১৮ শতাংশ। এই হার গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম।

ভারতে ৮১ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে

২০২১ সালে ফোর্বস পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পদশালীদের তালিকায় দেখা যাচ্ছে করোনার এই বিপর্যয়ের মধ্যেও দেশের প্রথম সারির ধনকুবেরদের সম্পদ এক বছরে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। করোনার থাবায় অর্থনীতির সংকট তীব্র এবং সাধারণ মানুষের রুটি-রুজি ধ্বংস হয়েছে, চাকরি নেই কোটি কোটি মানুষের। ইউনাইটেড নেশন ইউনিভার্সিটির একটি সমীক্ষা বলছে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক নির্ধারিত দারিদ্রসীমার সংজ্ঞা (দৈনিক প্রায় দুশো তেতাল্লিশ টাকায় পরিবারের সকলের জীবনধারণ) অনুযায়ী ভারতের ৬০ শতাংশ (প্রায় ৮১ কোটি ২০ লক্ষ) মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। লকডাউনের পরবর্তী পর্যায়ে তা পৌঁছে গেছে প্রায় ৯২ কোটিতে। এ দেশের সরকারগুলির বিশেষত বর্তমান বিজেপি সরকারের কার্যকলাপ দেখলে যে কেউ বুঝবেন, আসলে এই পরিসংখ্যানও হিমশৈলের চূড়ামাত্র। সরকার কখনও প্রকৃত দারিদ্রের সংখ্যা প্রকাশ করে না।

বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে বৈষম্য ভয়ানক

দেখা যাচ্ছে, করোনা-সঙ্কটে বিশ্ব জুড়েই ধনকুবেরদের সম্পদের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। বিশ্বের ২৭৫০ জন বিলিওনেয়ারের হাতে রয়েছে পৃথিবীর ৩.৫ শতাংশ সম্পদ। ১০ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে রয়েছে বিশ্বের ৭৬ শতাংশ সম্পদ। অর্থাৎ সম্পদের চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ঘটছে। সব দেশের পুঁজিবাদী সরকারের মতো ভারতেও সরকার প্রচার করে, জাতীয় আয় বাড়ছে, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) বাড়ছে, কিন্তু দেখা যায় এর সাথে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এর সুফল দেশের ৯০ ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছয় না। ১০ শতাংশ ধনকুবেরের জন্যই তা নির্দিষ্ট।

টাকা না থাকলে যে কেনা যায় না, তা বুঝতে অর্থনীতির পণ্ডিত হতে হয় না। ফলে সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা কমে গেলে পণ্য বিক্রি কমে। এ জন্যে বাজার সংকট দেখা দেয়। বাজার সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে বিশ্বের সাথে সাথে ভারতেও। অর্থনীতির এই সংকটের মধ্যেও পুঁজিপতিরা কী করে এত মুনাফা বাড়াচ্ছে? ৯০-এর দশক থেকে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া এবং অর্থনীতির উদারিকরণের নামে বহুজাতিক কোম্পানিকে লুটে নেওয়ার ঢালাও সুযোগ করে দিয়েছিল সরকার। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার আর্থিক সংস্কারের নামে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য উদারতা দেখিয়েছিল, বর্তমান বিজেপি সরকার তারই পথ বেয়ে বৃহৎ পুঁজিমালিকদের মুনাফার দিকে তাকিয়েই সমস্ত নীতি নির্ধারণ করছে, সংসদে তা নিয়ে আইন পর্যন্ত তৈরি করছে। পুঁজিপতিদের জন্য ত্রাণ প্যাকেজ দিচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ মকুব করছে। একচেটিয়া মালিকরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দু’হাতে লুঠতে দেশের সাধারণ মানুষের উপর শোষণের স্টিমরোলার চালাচ্ছে। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে এইভাবে তারা বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে।

অন্য দিকে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী? ভারতে মাথা পিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কমছে, বাড়ছে অপুষ্টি, অর্ধাহার, নানা রোগ। উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছে না চাষি, ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ছে। বেকারি তীব্র আকার ধারণ করেছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ নেই বললেই চলে। অসংগঠিত শ্রমিকদের অত্যন্ত কম মজুরিতে বেগার খাটানো হচ্ছে। ছাঁটাই, লে-অফ, লকআউট— নানা আক্রমণে বিপন্ন হচ্ছে শ্রমিকের বেঁচে থাকার অধিকার।

অসাম্যের এই ভয়াবহ চিত্র যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকেই টলিয়ে দিচ্ছে তা পুঁজিবাদের রক্ষক এবং সেবকরাও যে বোঝেন না তা নয়। তাই তারা মাঝে মাঝে দারিদ্র দূরীকরণের কথা বলে নানা পরিকল্পনা ছকে। কখনও রাষ্ট্রসংঘ মোটা মোটা ফাইল ভরে দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচি তৈরি করে। কখনও ভারত সরকার তেন্ডুলেকর কমিটি, রঙ্গ রাজন কমিটির মতো কমিটি গঠন করে। কিন্তু দারিদ্র দূর হয় না, হওয়ার কথাও নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই এই ভয়াবহ দারিদ্রের কারণ। তা বজায় রেখে দারিদ্র দূর করা অলীক স্বপ্ন। ফলে এশিয়া-আফ্রিকার পরিচিত দরিদ্র দেশ নয়, দারিদ্রের কবলে পড়েছে উন্নত বলে পরিচিত বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণও।

এই বৈষম্য থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ঘোরাতে উন্নয়নের আশ্বাসবাণী সব ক্ষমতালোভী দলই দিয়ে থাকে, কিন্তু উন্নয়ন ঘটে শুধু শিল্পপতি-পুঁজিপতি-একচেটিয়া পুঁজির মালিকদেরই। সাধারণ মানুষের জীবনের করুণ চিত্র বদলায় না। যদিও জনগণকে ভোলাতে সব দলই বলে, উপরতলার সমৃদ্ধি নিচের তলায় চুঁইয়ে নামবে। কিন্তু তা যে কত বড় মিথ্যা তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে যায়। তখন একটা রাস্তাই খোলা থাকে এই দলগুলির নেতাদের কাছে— যে কোনও প্রকারে হোক দরিদ্রের সংখ্যা কমিয়ে দেখানো। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের এই কারচুপি খোদ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের তৈরি করা এক একটি রিপোর্টেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গেও বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা

তথ্যে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের তিন ভাগের এক ভাগ পরিবার অপুষ্টির শিকার। এখনও ৬১ শতাংশের বেশি পরিবার রান্নার গ্যাসের বদলে কাঠ ও কয়লা ব্যবহার করেন। ১০০টি-র মধ্যে ৪৭টি পরিবারের পাকা বাড়ি নেই। শতকরা ৩২টি পরিবারের বাড়িতে নিজস্ব শৌচাগার নেই। এই সমস্ত মাপকাঠিতে পিছিয়ে থাকার জন্য রাজ্যের ২১.৪ শতাংশ মানুষকে নীতি আয়োগ দরিদ্র বলে চিহ্নিত করেছে। রাজ্য সরকার অবশ্য এই রিপোর্ট নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। কারণ তাদের বলার কিছু নেই।

তদন্তের স্বার্থেই মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে হবে

উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে যেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও খেরি কেন্দ্রের সাংসদ অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিস গাড়ি চাপা দিয়ে চার কৃষক ও এক সাংবাদিককে হত্যা করল সেদিনই দিল্লির আন্দোলনরত কৃষকরা আশিসের গ্রেপ্তারির পাশাপাশি অজয়কে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবি তুলেছিল। তিনি আশিসের পিতা, এ জন্য কৃষকরা এই দাবি তোলেননি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়েও তিনি সেদিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, ঘটনার সঙ্গে তাঁর ছেলে আশিস কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। প্রসঙ্গত, দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়ি-দায়িত্ব এই দপ্তরের উপরই বর্তায়। তদন্তে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ আশিসের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর লঘু অভিযোগ এনেই তাঁকে রেহাই দিতে চেয়েছিল। পরে আন্দোলনের চাপে বিচারবিভাগ বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের নির্দেশ দেয়। সিট তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়, সেদিন হত্যার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করে কৃষকদের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং গাড়ির চালকের আসনে ছিল আশিস।

লখিমপুর খেরি

স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র, যিনি একজন অপরাধীকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিলেন, তিনি নিজে এই হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত নন— এ কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আগেই জোর দিয়ে বলা চলে না। কারণ অজয় শুধু একজন মন্ত্রীই নন, তিনি এলাকায় ‘রাজাসাহেব’ এবং একজন মাফিয়া নেতা হিসাবে পরিচিত। এমন একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রেখে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে তদন্ত কখনওই যথাযথ হতে পারে না। দিল্লি দাঙ্গা সহ বিজেপি নেতাদের অজস্র অপরাধমূলক কাজে তদন্তকে প্রভাবিত করার বহু নজির রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তদন্তকে যথাযথ করার জন্য অজয়কে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করে তদন্ত চালানোর দাবি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং গণতান্ত্রিক দাবি।

অজয়কে বরখাস্তের দাবি শুধু কৃষকরাই তোলেনি, বিরোধী দলগুলিও তুলেছে। এই দাবিতে দিনের পর দিন সংসদ অচল হয়ে যাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী কেন অজয় মিশ্রকে মন্ত্রিসভা থেকে সরাচ্ছেন না? বিজেপি নেতারা যতই বিচারাধীন বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন, তাতে গণতান্ত্রিক দাবিটির প্রতি তাঁদের অবহেলা তথা অবজ্ঞাকে ঢাকা দেওয়া যাবে না। কারণ, আইনে কোথাও নেই যে, তদন্ত চললে একজন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানো যাবে না।

বিজেপি নেতাদের এই মনোভাব থেকেই আরও একবার প্রমাণ হল, কৃষি আইন প্রত্যাহারের মধ্যে কোথাও কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সুবিচার পাওয়ার ন্যায্য দাবির প্রতি বিজেপির কোনও মান্যতা নেই। আইনকে আইনের পথে চলতে দেওয়ার কথাটি তাঁদের শুধু মুখের কথা মাত্র। তার মধ্যে আইনকে তাঁদের মেনে চলার কোনও চিহ্নই নেই। যদি থাকত তবে সিটের এমন স্পষ্ট বক্তব্য— ‘হত্যার উদ্দেশ্যেই সেদিন কৃষক সমাবেশের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল’, বলার পরও প্রধানমন্ত্রী অজয়কে বরখাস্ত না করে পারতেন কি? সংবাদমাধ্যমেই এ সত্য প্রকাশ পেয়েছে যে, মাফিয়া নেতা অজয় মিশ্র উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক অংশের ভোট নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই যত অপরাধই করুন না কেন, সে রাজ্যে ভোটের স্বার্থেই এমন ‘সম্পদ’কে নরেন্দ্র মোদিরা হারাতে ভয় পাচ্ছেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

৭ জানুয়ারি কলকাতায় বিক্ষোভের ডাক আশাকর্মীদের

৭ জানুয়ারি কলকাতায় বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। কেন এই বিক্ষোভ? সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন জানালেন—

কোচবিহার

বর্তমানে রাজ্যে ৫৪ হাজারেরও বেশি আশাকর্মী মারাত্মক বঞ্চনার শিকার। দীর্ঘ করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে আশাকর্মীরা জীবন বাজি রেখে কোভিড মোকাবিলা, পোলিও প্রতিরোধ, কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া, শিশু ও মাতৃমৃত্যু রোধে ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বন্যা পরিস্থিতিতেও পরিষেবা দেওয়ার জন্য তারা

দার্জিলিং

ডায়মণ্ড হারবার

নজির সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এঁদের শ্রমের মূল্য দিতে সরকারের যত টালবাহানা। তাঁদের প্রাপ্য ৮/৯ মাসের উৎসাহভাতা এখনও বাকি। যা দেওয়া হচ্ছে ২০০, ৫০০, ১০০০ টাকা— এই রকম ভাগে ভাগে। যাঁদের ৩০-৩৫ হাজার টাকা বাকি, তাঁদের এই রকম ভেঙে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এর উপরে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আশা কর্মীদের ইন্সেন্টিভের টাকা ৮টি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে, যা পাওয়া আরও অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এক মাসের বেতন ৮ ভাগে দেওয়ার খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আশাকর্মীরা।

কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেও কাজের পারিশ্রমিক থেকে আজও তাঁরা বঞ্চিত। কোভিড আক্রান্ত আশাকর্মীরা আবেদন করা সত্ত্বেও বিমার ১ লক্ষ টাকা এখনও জোটেনি। অন্য দিকে রুটিন মাফিক কাজের বাইরে জোর করে বাড়তি কাজের বোঝা অহরহ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা কাজ শেষ না হতেই আর একটা কাজ অমানবিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ন্যূনতম সময়ও দেওয়া হচ্ছে না। এর প্রতিবাদে জেলায় জেলায় আন্দোলন চলছে।

১৭ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে ৭ দফা দাবিতে কোচবিহার শহরে মিছিল করেন আশাকর্মীরা। বিক্ষোভে জেলার সহস্রাধিক আশাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। তাদের দাবি সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি সহ ২১ হাজার টাকা বেতন, পি এফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি দিতে হবে।

ওই দিনই দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের আশাকর্মীরা ৮ দফা দাবিতে বিএমওএইচ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং থানার সামনে পথ অবরোধ করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারেও বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা।

নদীয়া জেলার শক্তিনগর হাসপাতালে রক্তের কালোবাজারি বন্ধ করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে বিএমওএইচ এবং হাসপাতালের সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন নদীয়া জেলা কমিটি সহ ১২টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সর্বাত্মক অভিনন্দন ইউনিটি ফোরামের

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কিং বেসরকারিকরণ আইনের প্রতিবাদে ১৬-১৭ ডিসেম্বর সারা ভারত জুড়ে দু দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে সামিল হলেন লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারী। সমস্ত হুমকি ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করে এই ধর্মঘটকে ব্যাঙ্কের সর্বস্তরের কর্মচারী যেভাবে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল।

১৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ এবং কর্মী ছাঁটাইয়ের নীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের ব্যাঙ্ক কর্মীদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মনোভাব থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার যদি এর থেকে সরে না দাঁড়ায়, আন্দোলন আরও তীব্র হবে। মানুষের কষ্টার্জিত আমানতের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের কাছেও আহ্বান জানান। কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দার আন্দোলনের জন্য কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মোবাইল রিচার্জের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ

বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলি রিচার্জ ডাটা প্যাকের দাম যেভাবে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে তার প্রতিবাদে ২০ ডিসেম্বর বিক্ষোভ দেখায় এআইডিওয়াইও, এআইডিএসও। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মোবাইল পরিষেবা আজ নিত্যপ্রয়োজনীয় আর পাঁচটা জিনিসের মতোই অপরিহার্য। অতিমারি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি যখন খুবই খারাপ, ছাত্রছাত্রীদের সামনে অনলাইনে পড়াশোনা ছাড়া কোনও রাস্তা খোলা নেই, এমনকি বেকার কর্মপ্রার্থীদের চাকরির খোঁজ, তার আবেদনপত্র জমা দেওয়া এবং তার পড়াশোনাও যখন অনলাইন নির্ভর তখন এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুনাফার স্বার্থে জিও, ভোদাফোন সহ সমস্ত মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রোভাইডার সংস্থাগুলির নেট প্যাক সহ রিচার্জের টাকা ২০-২৫ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্থাগুলো আরও জানিয়ে দিয়েছে আগামী দিনে আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাইয়ের সম্পূর্ণ নীরবতা মানুষকে অবাক করেছে। সরকারি টেলিফোন সংস্থা বিএসএনএলকে সুপরিকল্পিত ভাবে অকেজো করে দিয়ে দেশের টেলিকম সেক্টর বেসরকারি সংস্থাগুলিকে দিতে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার সহ জিও-র 'পোস্টার বয়' নরেন্দ্র মোদি সরকার কাজ করে চলেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করতে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিকম সংস্থা একতরফা ব্যাপক দামবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

কলকাতার ট্রাই দপ্তরে বিক্ষোভ ও আঞ্চলিক অধিকর্তাকে স্মারকলিপি। ২০ ডিসেম্বর

বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে রানাঘাটে নাগরিক কনভেনশন

রেল ব্যাঙ্ক বিমা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কলকারখানা বেসরকারিকরণ করার প্রতিবাদে রানাঘাটে ১৮ ডিসেম্বর নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন নাগরিক প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ আইনজীবী মিলন চ্যাটার্জী। বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন ও রেলওয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ডঃ সত্যজিৎ রায়কে সভাপতি এবং চন্দ্রনীল চ্যাটার্জী ও সঞ্জীব ঘোষকে যুগ্ম সম্পাদক করে মঞ্চের রানাঘাট শাখা গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com